9.3.1-26

ANTORJATIK PATHSALA ISSN 2230-9594

চিন্তাভাবনার সপ্তসিন্ধু দশদিগন্ত এখন বাংলা ভাষায়

আন্তর্জাতিক পাঠশালা

এপ্রিল- জুন ২০২১

বঙ্গবন্ধুর শতবর্ষ ও বাংলাদেশ মুক্তিযুদ্ধ

Santal Sidroha Sardha Satabarshiki Mahavidyalaya
ESTD 2005
Goaltore
Paschim
Medinipur

Principal
S.B.S.S. Mahavidyalaya, Goaltore
Paschim Medinipur, Pin-721128

সূ চি প ত্র

সম্পাদকীয়।

উনিশ শতকচর্চা

দেবাশীষ দত্ত

বাংলায় রূপকথা চর্চার আদিযুগ ও মধুসূদন মুখোপাধ্যায় 1

সাহিত্যচর্চা

মানস ঘোষ

নকশাল আন্দোলন ও বাংলা রাজনৈতিক উপন্যাস
শ্রেণিচেতনার এক উল্লেখযোগ্য অধ্যায় 7

ভাষাচর্চা

স্বাগতা বিশ্বাস

উল্টিভাষা-র ভাষাগত ভিন্নতা :
রূপান্তরকামীর ভাষা কিংবা ভাষার রূপান্তর 12

বিশ্বসাহিত্যচর্চা

বিচিত্রা মজুমদার

আন্তন চেকভ: : উনবিংশ শতাব্দীর রুশ সাহিত্যের অসামান্য প্রতিভা 16

ইতিহাসচর্চা

অমিত রায়

আন্দামানে বন্দি উপনিবেশ এবং মহিলা কয়েদি 21

Santal Bidroha Sardha Satabarshiki Mahavidyalaya
ESTD 2005
Goaltore
Paschim
Medinipur

Principal
S.B.S.S. Mahavidyalaya
Goaltore, Paschim Medinipur

বি শে ষ ক্রো ড় প ত্র

বঙ্গবন্ধুর শতবর্ষ ও বাংলাদেশ মুক্তিযুদ্ধ

ছন্দা ঘোষাল

মুক্তপাখি : মুক্তির পাখি মুজিবুর 35

তাপস দাশ

বাংলা ভাষা এবং বঙ্গবন্ধু 48

শ্যামল চক্রবর্তী

আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা – ইতিহাসের অবহেলিত অধ্যায়? 55

আশরাফ রাব্বী

বাংলাদেশ : শোষিত ভূমিপুত্রদের প্রথম স্বাধীনদেশ 65

রাজা সরকার

ইতিহাসের স্মৃতি ও দূরাগত মুক্তিযুদ্ধের বাংলাদেশ 71

সুভাষ চন্দ্র সেন

বাংলা দেশের মুক্তিযুদ্ধের (১৯৭১) অর্থনৈতিক শেকড় সন্ধানে : একটি ঐতিহাসিক পর্যালোচনা 76

সুশীল সাহা

সুবর্ণজয়ন্তী বর্ষে বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ 90

আবীর চট্টোপাধ্যায়

গণমাধ্যমে মুক্তিযুদ্ধের জ্ঞাপন : একটি স্বাধীনতার জন্ম 95

এস. এম. মফিজুর রহমান

বাংলাদেশে সামরিক শাসন ও রাজনীতি : প্রসঙ্গ ধর্মের ব্যবহার 101

সুব্রত কুমার দে

প্রফুল্ল রায়ের 'অনুপ্রবেশ' : ব্রাত্যজনের রুদ্ধসংগীত 115

Sabang Bidroha Sardha Satabarshiki Mahavidyalaya ESTD 2005 Goaltore Paschim Medinipur

Principal S.B.S.S. Mahavidyalaya Goaltore, Paschim Medinipur

নকশাল আন্দোলন ও বাংলা রাজনৈতিক উপন্যাস : শ্রেণিচেতনার এক উল্লেখযোগ্য অধ্যায়

বিংশ শতাব্দীর বঙ্গীয় ইতিহাসের এক অধ্যায়।
কারো কাছে এক নতুন চেতনার জন্ম, কারো কাছে বিচ্ছিন্ন এক ঘটনা।
কিন্তু সমাজে ও সাহিত্যে গভীর প্রভাবসঞ্চারী
এক আন্দোলন তার চিহ্ন রেখে গেল কথাসাহিত্যের দর্পণে।
আলোচনায় মানস কুমার ঘোষ।

ভারতবর্ষের বামপন্থী চিন্তাধারা,শিক্ষা - সংস্কৃতি ও সাহিত্য জগতে নকশালবাদী আন্দোলন ইতিহাসের এক বর্ণময় অধ্যায়। 1967 সালে নকশালবাড়ীর তরাই অঞ্চলে এই আন্দোলনের সূচনা, যা ভারতের শোষিত ও মেহনতি শ্রমিক-কৃষকের মনে প্রবল আশার সঞ্চার ঘটিয়েছিল। পশ্চিমবঙ্গের সীমানা ছাড়িয়ে ধীরে ধীরে ভারতবর্ষের বিভিন্ন প্রান্তে ছড়িয়ে পড়েছিল আন্দোলন।কিন্তু ১৯৭২ সালে চারু মজুমদারের মৃত্যুর মধ্য দিয়েই এই বর্ণময় অধ্যায়ের পরিসমাপ্তি। প্রবল সাড়া জাগিয়েও এতো অল্প সময়ের মধ্যে কেন আন্দোলনের পরিসমাপ্তি ঘটল তা নিয়ে তাত্ত্বিক চিন্তাবিদ ও বুদ্ধিজীবীদের মধ্যে বিতর্ক আজও অব্যাহত। মাত্র পাঁচ বছরের মধ্যেই নকশালবাদী আন্দোলন ব্যর্থ হল। কিন্তু আন্দোলনের ব্যর্থতার পর পরবর্তী তিন দশকে বাংলার শিক্ষা-সংস্কৃতি ও সাহিত্যধারায় আন্দোলনের প্রভাব ছড়িয়েছে গভীরভাবে। ফলে আন্দোলনকে কেন্দ্র করে রচিত হয়েছে অসংখ্য ছোটগল্প, কবিতা, নাটক ও উপন্যাস। এই সমস্ত উপন্যাসগুলির মধ্যে আন্দোলনের বিভিন্ন পর্বের ঘটনাবলী বিভিন্ন আঙ্গিকে ব্যাপক বৈচিত্র্যময় রূপে ধরা পড়েছে।

বাংলা সাহিত্য-উপন্যাসে নকশালবাদী আন্দোলনের প্রভাবকে কখনই উপেক্ষা করা যায় না। নকশালবাদী আন্দোলন গ্রাম বাংলার জনমানসে ব্যাপক সাড়া জাগিয়েও শেষ পর্যন্ত ব্যর্থ হয়েছিল। রাষ্ট্রীয় দমননীতি আন্দোলনকে বিশেষভাবে প্রভাবিত করেছিল। ফলে আন্দোলনের প্রত্যক্ষ প্রভাবজাত সাহিত্য-উপন্যাস যে কম হবে সেটাই স্বাভাবিক। কিন্তু বাংলা সাহিত্য-উপন্যাসে নকশালবাদী আন্দোলনের পরোক্ষ প্রভাব ছিল ব্যাপক ও সুদূরপ্রসারী। আন্দোলন ব্যর্থ হলেও আন্দোলনের মৌলিক নীতি, আবেদন, স্বপ্ন ও সংগ্রামের অনিবার্যতা আজও প্রাসঙ্গিক। আন্দোলন ব্যর্থ হওয়ার পর ধীরে অথচ নিশ্চিৎগতিতে মানুষের চেতনায়, মননে, চিন্তায়, দৃষ্টিভঙ্গিতে আন্দোলনের সুর ছড়িয়েছে আবেগে-বিষাদে, প্রাথমিক প্রতিক্রিয়ার চেয়ে যারা ঘনত্ব ও গভীরতা ছিল অনেক ব্যাপক। যার সর্বাধিক প্রভাব পড়েছিল বাংলা ছোটগল্প ও উপন্যাসে।

নকশালবাদী আন্দোলন বাংলা উপন্যাসে এক নতুন ধারার সূচনা করেছিল কিনা তা নিয়ে বিতর্ক রয়েছে। তবে নীল বিদ্রোহ, সাঁওতাল বিদ্রোহ, চোয়াড় বিদ্রোহ গ্রাম বাংলাকে নাড়িয়ে দিয়েও শেষ পর্যন্ত ব্যর্থ হয়েছিল। কিন্তু এগুলিকে কেন্দ্র করে কোন উপন্যাস রচিত হয়নি। পরবর্তীকালে তেভাগা, তেলেঙ্গানা ও ভারতছাড়ো আন্দোলনকে

Santal Bidroha Sardha Satabarshiki Mahavidyalaya
ESTD 2005
Goaltore
Paschim
Medinipur

Principal
S.B.S.S. Mahavidyalaya
Goaltore, Paschim Medinipur

কেন্দ্র করে গল্প উপন্যাস রচিত হয়েছিল। এই সব উপন্যাসে রাজনীতি এলেও তা প্রায়শই জীবনের সঙ্গে অসম্পৃক্ত ও বাইরের জিনিস হিসেবেই থেকে গেছে। রাজনীতির তুলনায় ব্যক্তি চরিত্রই সেখানে শেষ পর্যন্ত প্রাধান্য অর্জন করেছে। কিন্তু নকশাল আন্দোলনের সঙ্গে সম্পৃক্ত চরিত্র ও জীবনযাত্রায় রাজনীতির রসায়ন এবং নিয়তিই চরিত্রগুলির নিয়ামক হয়েছে। নকশাল আন্দোলন এক ধাক্কায় অতীতের সমস্ত বিপ্লব বিদ্রোহের দাবিগুলি মিলিয়ে দিয়েছিল গ্রাম চেতনায়। নকশালবাদী আন্দোলনকে কেন্দ্র করে রচিত উপন্যাসগুলিতে উঠে এসেছে একটি কৃষি সভ্যতা, নিরন্ন কৃষক, পাহাড়, জঙ্গল, মধ্যবিত্ত চাষী, দিনমজুর - যারা জমিদার মহাজনদের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করেছে, মুক্তাঞ্চল গড়েছে। রাষ্ট্র ক্ষমতা দখলের স্বপ্ন দেখেছে। আর আন্দোলনকে কেন্দ্র করে রচিত উপন্যাসগুলিতেও তা প্রতিফলিত হয়েছে। এদেশের কয়েক দশকের জীবনযাত্রায় সেটাই ছিল সর্বাধিক উল্লেখযোগ্য এবং প্রণীত হওয়ার মতো ঘটনা।বসাই টুডু, দ্রোপদীরা এইসব ঘটনারই আপাত ফল লাভ, যদিও সংগ্রামে তারাই সমাজ বদলায় এবং পরিণামে নাম ও স্থানিক অবস্থান ছাড়িয়ে হয়ে ওঠে কাল ও দেশের প্রতীক। অবশ্য কোনো আন্দোলনই হয়তো পন্থা ও পরিণামে শেষ সত্য নয়, একমাত্র ইতিহাসই তার মূল্য নিরূপক। আর চলমান সংগ্রামী মানুষ তাই সর্বদেশে-কালে নিজেদের গড়া সমস্ত পথ ভেঙ্গে নতুন পথ গড়ার স্বপ্ন দেখে এবং শপথ নেয়। ইতিহাসের দ্বান্দ্বিক গতিপথে যে কারণে প্রতিনিয়ত উত্তরণের কাহিনিই সত্য নামে চিহ্নিত হয়।

সভ্যতা ও সমাজ বিবর্তনের একটি যন্ত্রণাময় সময়ের প্রতিচ্ছবি এই উপন্যাসগুলি। বিক্ষিপ্ত কিছু দাবি-দাওয়ার খণ্ডচিত্র নয়, সংস্কার বা স্বাধীনতা নয় - বিপ্লব এবং বিদ্রোহ সমাজ পরিবর্তনের মৌলিক লড়াইয়ের জীবনগাথা, যা বাংলা উপন্যাসে নিঃসন্দেহে নতুন। চীন, রাশিয়া, কিউবার মতো সার্থক না হলেও এও এক বিপ্লবী সাহিত্য-ধারা। নকশালবাদী আন্দোলন কোনো পৃথক সাহিত্যতত্ত্ব রচনা করেনি ঠিকই কিন্তু তার, প্রাথমিক প্রস্তুতির কাজটি শুরু করেছিল। বঙ্কিমচন্দ্রের সময় থেকে বাংলায় প্রচলিত 'বাবু সংস্কৃতি'-তে নকশাল আন্দোলন পরবর্তী উপন্যাস ধারা এক বিরাট আঘাত হানতে সক্ষম হয়েছিল। আন্দোলন পরবর্তী রাজনৈতিক উপন্যাসগুলিতে উঠে এসেছিল বেকার, দিনমজুর, প্রান্তিক চাষী, হরিজন, সাঁওতাল, মুণ্ডা, শবর, লোধা - পিছিয়ে পড়া সম্প্রদায়ের মানুষজন। মহাশ্বেতা দেবীর রচিত উপন্যাসগুলি এই ধারার শ্রেষ্ঠ সংযোজন। অমর মিত্রের মতে,

> নকশাল আন্দোলন তো আমাদের চোখ তৈরি করে দিয়েছিল। নিরুপায়, বিপন্ন মানুষকে চিনতে শিখিয়েছিল। ভালবাসতে শিখিয়েছিল এই দেশটাকে। এই তো অনেক। নগর আসুক, গ্রাম আসুক, নিরুপায় মানুষগুলি তো এসেছে। আদিবাসী জীবন, নিম্নবর্গের মানুষের জীবন, বিপন্ন মানুষকে খুঁজে বের করতে সাহায্য করেছিল এই আন্দোলন।

আবার এই আন্দোলনকে কেন্দ্র করে রচিত উপন্যাসগুলির প্রধান প্রধান চরিত্র বিশ্লেষণ করলে দেখা যায়, সূচনালগ্নে জনগণতান্ত্রিক বিপ্লবের মাধ্যমে শোষণমুক্ত সমাজ গঠনের 'মহান' লক্ষ্যে অসংখ্য যুবক-যুবতি আন্দোলনে ঝাঁপিয়ে পড়েছিলেন। তাঁদের মধ্যে বিশ্বাস ছিল, এই বিপ্লবের পথেই শেষ পর্যন্ত শোষিত কৃষক-শ্রমিক জনগণের মুক্তি আসবে। মহাশ্বেতাদেবীর *হাজার চুরাশির মা, অগ্নিগর্ভ,* শৈবাল মিত্রের *অগ্রবাহিনী,* স্বর্ণ মিত্রের *গ্রামে চলো* প্রভৃতি উপন্যাসে সেই আশাবাদ প্রতিধ্বনিত হয়েছে। আন্দোলনের মধ্যবর্তী পর্বে কোন্ পথে কোন্ নীতিতে বিপ্লব এগোবে তার বিশ্লেষণ, এই সমস্যাকে কেন্দ্র করে দলের মধ্যে মতবিরোধ, মতানৈক্য,সংঘাত-সংঘর্ষ ধরা পড়েছে উপন্যাসের নানান চরিত্রের বক্তব্যের মধ্য দিয়ে। আন্দোলনে অংশগ্রহণকারী চরিত্রগুলি নিজেদের প্রতি গভীর আস্থা ও বিশ্বাসকে

Santal Bidroha Sarda Satabarshiki Mahavidyalaya ESTD 2009 Goaltore Paschim Medinipur
Principal S.B.S.S Mahavidyalaya Goaltore, Paschim Medinipur

সামনে রেখে প্রত্যাখ্যান করেছিলেন প্রচলিত অবক্ষয়ী সমাজব্যবস্থাকে। কিন্তু নানা কারণে আন্দোলন যখন ব্যর্থ হল দেখা গেল আন্দোলনের অধিকাংশ নায়ক-নায়িকারা হয় পুলিশের সঙ্গে সংঘর্ষে নিহত অথবা কারান্তরালে নিক্ষিপ্ত। প্রচলিত সমাজে যারা থেকে গেলেন বা কারাগার থেকে মুক্তি পেয়ে ফিরে এলেন তারা না পারলেন সমাজের মূল স্রোতে মিশে যেতে, না পারলেন বিকল্প কোন বিপ্লবী কর্মসূচী নিয়ে এগিয়ে যেতে। প্রতিষ্ঠিত সমাজও তাদের কোনো গৌরবজনক মর্যাদার আসনে বসায়নি। পরিণতিতে একসময় গড়ে ওঠা দৃঢ় বিশ্বাস ভেঙে গেছে। ভাঙাচোরা বিশ্বাসকে আঁকড়ে থেকে সমাজের এক কোণে তাদের বেঁচে থাকা। সমরেশ বসুর *মহাকালের রথের ঘোড়া* ,*গন্তব্য*, শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায়ের *শ্যাওলা*, কৃষ্ণ চক্রবর্তীর *চোরাবালি*, বাণী বসুর *অন্তর্ঘাত* প্রভৃতি উপন্যাসে ঘটেছে ইতিহাসের এই অমোঘ নিয়তির করুণ প্রতিফলন।

আন্দোলনকে কেন্দ্র করে রচিত উপন্যাসগুলির একটি গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য হল এই উপন্যাসগুলির অধিকাংশই রচিত হয়েছে কলকাতা শহরের ঘটনাবলীকে সামনে রেখে। কোনো কোনো উপন্যাসের ক্ষেত্রে সূচনার ঘটনাবলীতে পশ্চিমবঙ্গ এবং সীমান্তবর্তী অঞ্চলের ঘটনাবলী থাকলেও শেষ পর্যন্ত কলকাতা শহরকেন্দ্রিক আন্দোলনের ঘটনাবলীর প্রভাব তাতে এসে পড়েছে। দৃষ্টান্ত হিসেবে *কালবেলা, শ্যাওলা* ও *আটটা ন'টার সূর্য* প্রভৃতি উপন্যাসের কথা বলা যায়। এক্ষেত্রে *কালবেলা*-র অনিমেষ বিশ্ববিদ্যালয়ের মেধাবী ছাত্র।কিন্তু পড়াশুনার পাঠ ত্যাগ করে সে প্রচলিত বামপন্থী আন্দোলনে যোগদান করে। উত্তরবঙ্গে আন্দোলন সংগঠনের কাজ করতে করতে আন্দোলনের স্রোতেই তার কলকাতায় আগমন। *শালবনী* উপন্যাসে আবার প্রেসিডেন্সির মেধাবী ছাত্র অমলেশ কলকাতা থেকে পশ্চিম-বিহার সীমান্ত সংলগ্ন অঞ্চলে আন্দোলন সংগঠিত করতে আসে। *আটটা ন'টার সূর্য* উপন্যাসের নায়ক দ্রোণ-এর চরিত্রটিও রচিত হয়েছে মূলত কলকাতা শহরের ঘটনাবলীকে সামনে রেখে। আবার শুধুমাত্র কলকাতা শহরের ঘটনাবলীকে সামনে রেখে রচিত হয়েছে অনেক উপন্যাস। শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায়ের *শ্যাওলা*, মহাশ্বেতা দেবীর *হাজার চুরাশির মা*, কৃষ্ণ চক্রবর্তীর *চোরাবালি* প্রভৃতি অসংখ্য উপন্যাস মূলত কলকাতা শহর কেন্দ্রিক পটভূমিতে রচিত। ফলত নকশালবাদী আন্দোলনের মধ্য দিয়ে উঠে আসা গুরুত্বপূর্ণ রাজনৈতিক প্রশ্নগুলির সমাধানের চেষ্টা উপন্যাসগুলিতে সেভাবে উঠে আসেনি। নকশালবাদী আন্দোলনের মধ্য দিয়ে উঠে আসা সংসদীয় সংস্কারপন্থী বামপন্থার বিরুদ্ধে চ্যালেঞ্জ, কৃষক জনগণের দুরবস্থা, সামন্ততান্ত্রিক কৃষিব্যবস্থার সংকট, খাদ্যসংকট, সংখ্যাগরিষ্ঠ শোষিত নিপীড়িত জনগণের জীবনধারনের প্রশ্ন, উদ্বাস্তু সমস্যা প্রভৃতি স্বাধীনতার পরবর্তী সময়কালে উঠে আসা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্নগুলি চাপা পড়ে গেছে শহুরে যুবক-যুবতীদের "আত্মত্যাগ" এর কাহিনিতে। অধিকাংশ উপন্যাসের কাহিনিতেই উঠে এসেছে শহুরে মধ্যবিত্ত তরুন-তরুণীর আন্দোলনে ঝাঁপিয়ে পড়া এবং হয় পুলিশের গুলিতে নিহত হওয়া অথবা পুলিশের হাতে ধরা পড়ে অত্যাচারিত হওয়ার গল্প। প্রবল সহানুভূতির সঙ্গে উপন্যাসের রচয়িতাগণ আন্দোলনের ব্যর্থতার দিকটিকে তুলে এনেছেন। নকশালবাদী আন্দোলন চিহ্নিত হয়েছে হিংসা, হত্যা, নৈরাজ্য, রক্তপাত তথা বাঙালির ইতিহাসের এক দুঃস্বপ্নময় অধ্যায় হিসাবে। কোন্ পথে, কোন্ নীতিতে, কোন্ কৌশলে আন্দোলনের মাধ্যমে উঠে আসা প্রশ্নগুলির মীমাংসা হতে পারত অথবা আন্দোলন সফল হলে সমাজ ব্যবস্থা চেহারা কেমন হতে পারত তার কোনো রূপরেখা অঙ্কনের সাহস কোনও লেখকই দেখাননি। এর মূল কারণ হল নকশালবাদীদের সশস্ত্র সংগ্রাম, হত্যা, মূর্তিভাঙ্গা ও শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের উপর আক্রমণ প্রভৃতি ক্রিয়া-কলাপ ছিল উপনিবেশিক উত্তরাধিকার সূত্রে প্রাপ্ত বাঙালি মধ্যবিত্ত সংস্কৃতির ওপর এক বড়ো আঘাত। সহিংস ও সশস্ত্র আন্দোলনের বৈধতার প্রশ্নটিকে বাঙালি মেনে নিলেও নকশালদের 'সাংস্কৃতিক বিপ্লব' বাঙালি সংস্কৃতির অস্তিত্বের প্রশ্নটিকে চ্যালেঞ্জের সামনে দাঁড় করিয়ে দিয়েছিল। শহুরে মধ্যবিত্ত শ্রেণির কাছে তাই

Satabarshiki Mahavidyalaya ESTD 2005 Goaltore Paschim Medinipur
Principal
S.B.S.S. Mahavidyalaya
Goaltore, Paschim Medinipur

নকশালবাদী রাজনীতি ছিল এক অস্বস্তিকর মতাদর্শ। এখান থেকেই তাদের পরিত্রাণের পথ খোঁজার প্রয়োজন ছিল। প্রচলিত সংস্কারপন্থী বামপন্থার মধ্যে আশ্রয় গ্রহণ করাকেই শহুরে মধ্যবিত্ত শ্রেণি নিরাপদ বলে মনে করেছিলেন। ফলত আন্দোলনকে কেন্দ্র করে রচিত অধিকাংশ উপন্যাসেই সেই প্রবণতারই প্রতিফলন ঘটেছে। একদিকে শহুরে যুবক-যুবতীদের আত্মত্যাগের কাহিনি তুলে ধরে সহানুভূতির বাতাবরণ গড়ে তোলা এবং অন্যদিকে নকশালদের 'শ্রেণিশত্রু খতম'-এর রাজনীতিকে ভিলেন বানিয়ে আন্দোলনের বিপর্যয়ের কারণ হিসেবে তুলে ধরার মধ্যেই অধিকাংশ উপন্যাসের কাহিনির ছক সীমাবদ্ধ থেকেছে।

নকশালবাদীদের অন্যতম নীতি ছিল 'গ্রাম দিয়ে শহর ঘেরা'র তত্ত্ব। চারু মজুমদার'এর মূল বক্তব্য ছিল সশস্ত্র বিপ্লবী কৃষকদের গেরিলা কৌশলের মাধ্যমে জনযুদ্ধই হল ভারতীয় কৃষি বিপ্লব ও শোষিত কৃষক শ্রেণির মুক্তির একমাত্র পথ। এই জনযুদ্ধের প্রধান উদ্দেশ্য হল গ্রামাঞ্চলে বিপ্লবী ঘাঁটি স্থাপন, গণফৌজ গঠন এবং অবশেষে গ্রাম দিয়ে শহর ঘেরাও করে শহরগুলিকে দখল করা। চারু মজুমদারের আহ্বানে সাড়া দিয়ে দলে দলে যুবক-যুবতী কলেজ বিশ্ববিদ্যালয়ের পাঠ ত্যাগ করে গ্রামে গিয়েছিলেন, আন্দোলনে যোগদান করেছিলেন। আন্দোলনকে কেন্দ্র করে রচিত উপন্যাসগুলিতেও এই 'গ্রাম-চেতনা' নতুনরূপে প্রতিফলিত হয়েছে, যা তারাশঙ্কর ও বিভূতিভূষণের উপন্যাসে প্রতিফলিত মধ্যবিত্ত গ্রাম চেতনা থেকে সম্পূর্ণ পৃথক। নকশাল আন্দোলন এদেশের শোষিত ও নিপীড়িত কৃষক-শ্রমিক সর্বহারাদের মনে আশার আলো জ্বালিয়েছিল। আন্দোলন ব্যর্থ হয়েছিল। ১৯৭৭ সালে বাংলায় সংসদীয় সংস্কারপন্থী পথে বামপন্থী শাসনের সূচনা ঘটেছিল। ভূমি সংস্কার ও বর্গাদারী সম্পর্কে নতুন উদ্যোগ গৃহীত হয়েছিল। কিন্তু কাঠামোগত পরিবর্তনের সুযোগ না থাকায় আবার পুরাতন গচ্ছিত স্বার্থ নতুনভাবে অথবা নতুন গচ্ছিত স্বার্থ পুরাতনভাবে কায়েম হয়েছে। নিম্নবর্গীয় মানুষের মধ্যে একটি আশা স্বপ্ন দুলিয়ে দিয়েও আবার কেড়ে নেওয়া হয়েছে। নকশালবাদীরা এই আশা স্বপ্নের প্রচন্ড বিস্ফোরণ ঘটাতে চেয়েছিলেন। ফলত সত্তরের দশক বা পরবর্তী দু-দশকে আন্দোলনকে কেন্দ্র করে রচিত উপন্যাসগুলিতে গ্রামীণ সমাজ কাঠামোয় শ্রেণির ধারণা এমনভাবে তালগোল পাকিয়ে গিয়েছিল যে সেখানে ব্যক্তি ও তার শারীরিক মানসিক অনুসঙ্গই বড় হয়ে উঠেছে। এই ব্যাক্তি চেতনা সম্পর্কে নিম্নবর্গের মানুষের আশা- আকাঙ্ক্ষা গুরুত্ব অর্জন করেছে। বিভিন্ন উপন্যাসের লেখকগণ এইসব নিম্নবর্গীয় মানুষকে যেমন নতুন করে আবিষ্কার করতে চেয়েছেন।

শেষ বিচারে নকশালবাদী আন্দোলন ও তার উদ্দেশ্য, কর্মপন্থা সমকালীন ও পরবর্তী পর্বে বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে এক অভিনব অধ্যায়। শোষণমুক্ত সমাজ গঠনের লক্ষ্যে নিজেদের আকাঙ্খাকে লালিত করে অসংখ্য যুবক-যুবতী এই আন্দোলনে অংশগ্রহণ করেছিলেন। আন্দোলন বিকশিত হওয়ার পর্বে ভূল রাজনৈতিক লাইন অনুসরণ 'ব্যক্তি হত্যার' রাজনীতি আঁকড়ে থেকে রাষ্ট্রীয় সন্ত্রাসের শিকার হয়ে আত্মবলিদান করেছিলেন। কিন্তু তাদের বিপ্লব মুক্তি আনবে এটাই ছিল তাদের বিশ্বাস। সংস্কারের পথে নয়, সশস্ত্র বিপ্লবের আদর্শকে সামনে রেখে তাঁরা আন্দোলনে ঝাঁপিয়ে পড়েছিলেন। যুগপৎ অন্তর্দলীয় আদর্শগত কলহ এবং রাষ্ট্রীয় নিপীড়নের মোকাবিলা করতে না পেরে আন্দোলন শেষ পর্যন্ত ব্যর্থ হয়েছে। কিন্তু বাঙালি চিন্তায় মননে সংস্কৃতিতে তাঁর অপরিসীম প্রভাব থেকে গিয়েছে। বাংলা সাহিত্যে নকশাল আন্দোলন বিষয়ক উপন্যাসগুলি তারই সার্থক প্রতিফলন। অধ্যাপক ফটিক চাঁদ ঘোষ তাঁর *নকশালবাদী আন্দোলন ও বাংলা কথাসাহিত্য নামক গ্রন্থে যথার্থই লিখেছেন,*

> নকশাল আন্দোলন যত ক্ষণস্থায়ী হোক না কেন, রাষ্ট্রীয় দমন-পীড়ন তাকে যেভাবেই নিশ্চিহ্ন করুক না কেন, তা সমগ্র ভারতবাসীর সামনে কয়েকটি মৌলিক সত্যকে, জীবন জিজ্ঞাশা,

Principal
S.B.S.S. Mahavidyalaya
Goaltore, Paschim Medinipur
ESTD 2005
Goaltore
Paschim
Medinipur

ভারত রাষ্ট্রের নঙর্থক দিককে অনাবৃত করে দিতে সক্ষম হয়েছিল। আন্দোলন শেষ পর্যন্ত ব্যর্থ হয়ে গেল। কিন্তু তার জিজ্ঞাসা, ঘুরিয়ে দেওয়া জীবনের অভিমুখ, বিদ্রোহী জেহাদ, রাষ্ট্রের মূল্যায়ন, কৃষি ভারতের সঙ্গে আত্মীয়তা, ত্যাগ ও শৌর্যের গভীর দহন বাঙালির, মননশীল মানুষের মনে চিরস্থায়ী ভাবে মুদ্রিত হয়ে আছে, যা ধারণ করে আছে বাংলা সাহিত্য"।

যেভাবেই আন্দোলনকে ব্যাখ্যা করা হোক না কেন বাংলা সাহিত্যে আন্দোলনকে কেন্দ্র করে রচিত উপন্যাসগুলি সাহিত্য ধারায় আন্দোলনেরই সার্থকতার ইঙ্গিতবাহী হয়ে রয়েছে। শহুরে মেধাবী তরুণ-তরুণী থেকে শুরু করে একেবারে অখ্যাত কোনও গ্রামের আদিবাসী যুবক-যুবতী উপন্যাসগুলিতে নায়ক নায়িকার মর্যাদায় ভূষিত হয়েছেন। নানান আলোয় আলোকিত হয়েছে কাহিনি ও চরিত্র। ফলে বাংলা সাহিত্যে এক অসাধারণ বৈচিত্র্য সৃষ্টি হয়েছে। আন্দোলন শেষ পর্যন্ত ব্যর্থ হয়েছে। সেই অর্থে কোনো আন্দোলনই হয়তো পন্থা ও পরিণামে শেষ সত্য নয়। একমাত্র ইতিহাসই তার যথার্থ মূল্য নিরূপক। কিন্তু আন্দোলনের মৃত্যু নেই। তাই মহাশ্বেতার বসাই টুডুরা পুলিশের গুলিতে নিহত হলেও আবার বেঁচে ওঠে। অনিমেষ মাধবীলতার সন্তান, মোহন শ্যামলীর সন্তানরা বেঁচে থাকে আন্দোলনেরই প্রতীক হয়ে। আর আন্দোলনকে কেন্দ্র করে রচিত উপন্যাসগুলিতে ধরা থাকে সেই ইতিহাস।

নির্বাচিত গ্রন্থপঞ্জিঃ

১। তরুণ কুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, *নকশালবাদী রাজনীতির বিভিন্ন ধারা,* প্রত্যয়,কলকাতা, ১৯৭৮।

২। পার্থপ্রতিম বন্দ্যোপাধ্যায়, *পোষ্টমডার্ন ভাবনা ও অন্যান্য,* রেডিক্যাল ইম্প্রেশন, কলকাতা, ১৯৮৮।

৩। প্রদীপ বসু , *মননে সৃজনে নকশালবাড়ীঃ বাঙালির সাংস্কৃতিক অনুসন্ধান,* সেতু প্রকাশনী, কলকাতা, ২০১২।

৪। সরোজ বন্দ্যোপাধ্যায়, *উত্তর প্রসঙ্গ,* দে'জ কলকাতা, ১৯৮৬।

৫। ফটিক চাঁদ ঘোষ, *নকশাল আন্দোলন ও বাংলা কথাসাহিত্য,* বঙ্গীয় সাহিত্য সংসদ, কলকাতা, ২০১২।

৬। নির্মল ঘোষ, *নকশালবাড়ি আন্দোলন ও বাংলা সাহিত্য,* করুণা প্রকাশনী,কলকাতা, ১৯৮৮।

৭। সুনীতি কুমার ঘোষ, *নকশালবাড়ি একটি মূল্যায়ন,* পিপলস্ বুক সোসাইটি,কলকাতা, ২০১০।

৮। সুমিতা চক্রবর্তী, *উপন্যাসের বর্ণমালা,* পুস্তক বিপণি, কলকাতা, ২০০৩।

৯। অরূপ কুমার দাস, *ষাট ও সত্তর দশকের রাজনীতির প্রেক্ষাপটে বাংলা কথাসাহিত্য,*করুণা প্রকাশনী, কলকাতা, ২০১২।

১০। অশোক রুদ্র, *বাংলা উপন্যাসে রাজনীতি,* পিপলস্ বুক সোসাইটি, কলকাতা, ১৯৯৫।

১১। অনিল আচার্য (সম্পা), *সত্তর দশক,* প্রথম খন্ড, অনুষ্টুপ, কলকাতা, ১৯৯৮।

১২। পার্থ চট্টোপাধ্যায়, *ইতিহাসের উত্তরাধিকার,* আনন্দ পাবলিশার্স, কলকাতা, ২০০০।

১৩। নাজমা জেসমিন চৌধুরী, *বাংলা উপন্যাস ও রাজনীতি,* চিরায়ত প্রকাশন, কলকাতা, ১৯৮৩।

১৪। সরোজ বন্দ্যোপাধ্যায়, *বাংলা উপন্যাসে কালান্তর,* দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা, ২০০০।

১৫। শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, *বাংলা সাহিত্যের উপন্যাসের ধারা,* মর্ডান বুক এজেন্সি, কলকাতা, ১৯৯৮।

Sahid Bidroha Sardha Satabarshiki Mahavidyalaya
ESTD 2005
Goaltore
Paschim
Medinipur

Principal
S.B.S.S. Mahavidyalaya
Goaltore, Paschim Medinipur

ড. মানস কুমার ঘোষ : পশ্চিম মেদিনীপুর গোয়ালতোড়ে সাঁওতাল বিদ্রোহ সার্ধ শতবার্ষিকী মহাবিদ্যালয়ে রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগের সহকারী অধ্যাপক।